পাটের বিছা পোকা বা শুয়ো পোকার আক্রমণের ধরন ও সমন্বিত দমন ব্যবস্থা

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিছা পোকা (Jute hairy caterpillar, *Spilosoma obliqua* Wlk.) পাটের একটি অন্যতম ক্ষতিকারক পোকা। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হতে এদের আক্রমণ শুরু হয় এবং ভাদ্রের প্রথম পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বিছা পোকা বাচ্চা অবস্থায় সাধারনত: হালকা সবুজ রংয়ের হয় এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত কীড়া প্রায় ৪ সে:মি: লম্বা কমলা বা গাঢ় হলুদ রংয়ের হয়। এদের গায়ে অসংখ্য শুয়ো গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে। পূর্ণ বয়স্ক পোকা হালকা বাদামী রংয়ের মথ, এদের পাখায় কাল ফোটা থাকে। এই পোকার ক্রীড়া পাট গাছকে চারা থেকে পাট কাটা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে আক্রমণ করে থাকে।

বিছা পোকা Jute Hairy Caterpillar (*Spilosoma obliqua* Wlk, Family, Arctiidae, Order- Lepidoptera)

ছবি: বিছা পোকার কিড়া, পূর্ণাঙ্গ মথ, ডিম এবং পুত্তলী

দেখা গেছে যে, পাট গাছের বাড়ন্ত অবস্থায় ১-৩ মাস বয়স পর্যন্ত আক্রমণের ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ফলে আঁশের ফলন ও গুণগত মান উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আক্রমণের ধরন

বিছা পোকার স্ত্রী মথ পাটের পাতার উল্টো দিকে গাদা করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার পর প্রায় ৬-৭ দিন পর্যন্ত বাচ্চা গুলো পাতার উল্টো দিকে দলবদ্ধ ভাবে থাকে। দলবদ্ধভাবে থাকা অবস্থায় কীড়াগুলো পাতার উল্টো পিঠের সবুজ অংশ (ক্লোরোফিল) খেয়ে পাতাকে সাদা পাতলা পর্দার মত করে ফেলে।

ছবি: বিছা পোকা আক্রান্ত পাট গাছ

এ অবস্থায় আক্রান্ত পাতাগুলো দূর থেকে সহজেই চেনা যায়। বড় হওয়ার সাথে সাথে এরা সারা মাঠে ছড়িয়ে পরে এবং পুরো পাতা খেয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে। আক্রমণ ব্যাপক হলে এরা কচি ডগা পর্যন্ত খেয়ে গাছকে পাতাশুন্য ডাঁটাসার করে ফেলে। এরা কীড়া অবস্থায় ১৮-২০ দিন স্থায়ী থাকে। পাটে বিছা পোকার একটি জীবন চক্র পাঁচ সপ্তাহের কম/বেশী স্থায়ী হয়ে থাকে। একটি পাট মৌসুমে এ পোকার অন্তত: তিনটি বংশ চক্র দেখা যায়। পোকা প্রায় সর্বভূক্ত, পাট ছাড়াও এরা রবি মৌসুমে সরিষা, তুলা, বাদাম, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলা, মটর, সয়াবিন ও অন্যান্য সীম জাতীয় ফসলের ক্ষতি করে।

সমন্বিত দমণ ব্যবস্থা

১। নিয়মিত পাট ক্ষেত পরিদর্শন করে পাটের পাতায় ডিমের গাদা দেখলে তা তুলে ধ্বংস করতে হবে।

২। আক্রমণের প্রথম অবস্থায় কীড়াগুলো যখন পাতায় দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন পোকা সমেত পাতাটি তুলে পায়ে মাড়িয়ে বা গর্তে চাপা দিয়ে মারতে হবে।

ছবিঃ পায়ে পিষে বিছা পোকার কিড়া ধ্বংস করা

৩। শুকনা ক্ষেতে পাট কাটার পর জমি চাষ দিলে মাটির নীচে বা ফাটলে যে সমস্ত পুত্তলী লুকিয়ে থাকে সেগুলো বেরিয়ে আসে। এতে পুত্তলী মারা যায় ও পাখী বা অন্যান্য প্রাণী পুত্তলীগুলো খেয়ে পরবর্তীতে পোকার সংখ্যা কমিয়ে দেয়।

৪। বিছা পোকা যাতে এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে যেতে না পারে সে জন্য প্রতিবন্ধক নালা তৈরি করে পানি দিয়ে রাখতে হবে।

৫। পুর্ণাঙ্গ বিছা পোকা বা মথ মারার জন্য রাত্রে আলোক ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬। ফেরোমন ট্র্যাপ দ্বারাও পুর্ণাঙ্গ মথ ধ্বংস করা যায়।

৭। জুন জুলাই মাসে যখন বিছা পোকার আক্রমণ বেশী হয় তখন মাঠে কিছু পরজীবী পোকা যেমন এ্যাপানটেলিস অবলিকুয়া, ট্যাকিনিড মাছি এবং নিওপাইরালিডেরাম নামক ছত্রাক বিছা পোকাকে আক্রমণ করে এদের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। পরজীবী পোকার পুত্তলীগুলো সাদা তুলার মত মনে হয় যেন অনেকগুলো ছোট ছোট মুড়ির দানা বিছা পোকার গাঁয়ে লেগে আছে। এরকম অবস্থা দেখে পরজীবীর আক্রমণ সহজে বুঝা যায়। ক্ষেতে পরজীবী পোকা দেখলে কীটনাশক ছিটাতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৮। আক্রমণ বেশী হলে অনুমোদিত কীটনাশক যেমন হেয়জিনন ৬০ ইসি ১.৫ মি:লি:/লিটার পানি; সেভিন ৮৫ এসপি, এম-জোয়েট ৫ এসজি ১.৫ গ্রাম/লিটার পানি; ইমিলন ২০ এসএল, কারাতে ২.৫ ইসি, জেনন ৫ ইসি ১ মি:লি:/লিটার পানি; রিভা ২.৫ ইসি ২.২৫ মি:লি:/লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ছিটাতে হবে।

পাটের আঁশের গুণ ও ফলন ঠিক রাখতে পোকা মাকড়ের আক্রমণ কমাতে হবে

রচনা ও সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ শাহীন পলান
ড. মো: নজরুল ইসলাম
সুলতান আহম্মেদ
মোঃ সোহানুর রহমান

কীটতত্ত্ব শাখা, পেষ্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০১৭ইং
সংখ্যা ঃ ৫০০০ কপি
অর্থায়নে ঃ "পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর প্রকল্প"

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭
www.bjri.gov.bd